Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No 79-83
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ঔপনিবেশিক আমলে মণ্ডল ব্যবস্থার অবসানঃ বাঁকুড়া

কৃষ্ণদাস পাঠক
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, পাঁচমূড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Before the colonial phase, the mandal system in the present Bankura district was a special system of agricultural advancement in land management. But after the entry of British rule the mandal system came to an end in the district with the introduction of permanent settlement. As a result of which the larger Santal community of the district became landless and became farm labourers. And the lands left by them are occupied by the Bhooifor class like Mahajan, Pattanidar etc. This transformation caused a radical change in the agriculture of the district. As this change prevailed throughout the colonial period, peasant society and agricultural progress remained neglected.

Keywords: মণ্ডল ব্যবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সাঁওতাল, মহাজন, পত্তনিদার, ঘাটোয়ালী, দিকু।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে বাঁকুড়ার মধ্য ও পশ্চিমদিকে ভূমি বন্দোবস্তে গুরুত্ব পূর্ণ মণ্ডলী প্রথা ছিল। এই অঞ্চলের কৃষির সম্প্রসারণ মণ্ডলী প্রথার মধ্য দিয়েই ঘটে। আসলে সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাত প্রভৃতি উপজাতিদের দলপতিরাই "মণ্ডল" নামে পরিচিত ছিল। সাঁওতালরা মণ্ডলের নেতৃত্বে নতুন বসতি বা পরিবার বসাত কোন অঞ্চলে এবং কোন জমিদারের কাছে জমি বন্দোবস্ত নিত এবং তাদের আদর্শ অনুযায়ী মণ্ডল বা মাঝির পরিচালনায় একসাথে জঙ্গল পরিষ্কার করে যোট বদ্ধ ভাবে কৃষি জমি তৈরী করে বসতি বা গ্রাম গঠন করত। গ্রাম বা অঞ্চলগুলি তাদের কাছে স্বাধীন ছিল বা এখানে তাদেরেই একমাত্র অধিকার। এদেরেই প্রভাবে বাঁকুড়া জেলার বন জঙ্গলে ভরা বিশেষত রাইপুর, রাণিবাঁধ, ছাতনা, খাতড়া ইত্যাদি থানা অঞ্চলের অনাবাদি অঞ্চল আবাদি অঞ্চলে পরিণত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকের রাজস্বের বোঝার চাপে বিংশ শতকে মণ্ডল ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ১(ক)

বাঁকুড়া জেলায় বন জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জমি বৃদ্ধি করার পিছনে উপজাতী সাঁওতাল এবং অর্ধ-উপজাতি ভূমিজ, মাহাত গোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এরাই সৃষ্টি করেছিল মণ্ডল ব্যবস্থা। মণ্ডল ব্যবস্থা ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঁকুড়া জেলার নতুন কৃষি কাঠামোর ভিত্তি। অভিবাসিত সাঁওতাল, ভূমিজ ও মাহাত জাতি গোষ্ঠীর যিনি সর্দার তিনিই মণ্ডল নামে অভহিত ছিলেন।

১৮৩৯ সালে ব্রিটিশ শাসনে জমিদার ও মণ্ডলদের সঙ্গে যাতে বিরোধ না ঘটে সেজন্য মণ্ডলদের অধিকার ও ক্ষমতা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল যাতে ভবিষ্যতে চাষির উপর অধিকর নিয়ে প্রশ্ন না উঠে। ডাল্টনের "ডেসক্রিপশেন এথনোলজি অব বেঙ্গল " থেকে জানা যায় সাঁওতালরা এসেছিল ছোটনাগপুরের

হাজারীবাগ জেলার হিহিড়-পিপিড় অঞ্চল থেকে। এদের একটি শাখা সাঁওতাল পরগনায় চলে যায় অন্য শাখটি ছাতনা হয়ে বাঁকুড়া – খাতড়া হয়ে মেদনীপুরের শিলদায় ঘাঁটি বসায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে রাজস্ব নিশ্চিত করতে ও লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে জমির মালিকের কাছে জঙ্গল পরিষ্কার ও পতিত জমিকে কৃষি জমিতে পরিণত করার আশু প্রয়োজন হয়ে উঠে। এই সুবাদে হাজারীবাগ ও ঝাড়খণ্ড থেকে সাঁওতালদের আনা হয় যাদের মাধ্যমে নতুন বসতি ও নতুন ক্ষেত গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এই সব জাতিগোষ্ঠীর প্রধান ছিল মণ্ডল এরাই সমগ্র গ্রামের খাজনা আদায় করে রাজস্ব জমা দেবার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু একশ বছরের মধ্যেই দেশীয় মহাজন ও জমিদারের শোষণ ও চক্রান্তে অধিকাংশ মণ্ডলী জমি আর সাঁওতাল মণ্ডলদের দখলে থাকলো না বা মণ্ডল ব্যবস্থার অবসান হল। ১ (খ) সাঁওতালরা নিশ্ব হয়ে নিজ ভূমে ফিরে যেতে অনেকে বাধ্য হল। অন্যদিকে দেশীয় মণ্ডলেরা নিজস্ব জমি ও ক্ষমতার কিংদংশ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল জমিদারের গোমস্তা ও পাটোয়ারীকে ঘুষটুস দিয়ে বা তোয়াজ করে।

মল্ল রাজ ও অন্যসব ভূমরাজ্যে রায়তদের সাথে মণ্ডল দের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। এরা বেতন ভুক্ত কর্মচারী ছিলেন না, এজন্য নিষ্কর জমি পেতেন। যা খেম জমি নামে পরিচিত হতো। অনেম মণ্ডল খেম জমি বাদেও বহু জমি রাখতেন। মণ্ডলরা সম্মানীয় ছিলেন রাজস্ব আদায়, গ্রামের বিচারক, সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতেন কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই সব ক্ষমতা ইজারাদার ও গোমস্তাদের হাতে চলে যায়। দেশীয় কিছু উচ্চবর্ণের মণ্ডলরা ক্ষমতা বজায় রাখলেও সহজ সরল সাদাসিধে সাঁওতাল মণ্ডলরা ভূমিচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত হয়ে মজুরে পরিণত হয়ে পড়ে। যেহেতু মণ্ডল ব্যবস্থা গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত সেহেতু দুএকজনের অস্তিত্বের কোন মূল্য ছিলনা। আসলে সমগ্র গোষ্ঠীর ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে।

ম্যাকালপিনের তথ্যে বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়।, তিনি দেখান যে ১৮৯২ সালে শ্যামসুন্দরপুরের (জমিদার সৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর) তালুকে ১৪ টি গ্রামে সাঁওতালী মণ্ডল ব্যবস্থা বজায় ছিল (তালুকটির প্রায় ৭০% সাঁওতাল গ্রাম বসতি) কিন্তু ১৯০৯ সালে ৯ টি গ্রাম মণ্ডল প্রথা থেকে বিচ্যুত হয়। ১৮৮৪ সালে অম্বিকানগর এ ৪ টি সাঁওতাল মণ্ডল গ্রাম ছিল কিন্তু ১৯০৯ সালে তা কমে হয় ১ টিতে (এখানের জমিদারীর প্রায় ৩০% সাঁওতাল গ্রাম বসতি)। ১৮৮৪ সালে রাইপুরে (জমিদার মেসার্স গিস বর্ণ এণ্ড কোম্পানী) ১৯ টি সাঁওতাল গ্রাম মণ্ডল ব্যবস্থার অধীন ছিল কিন্তু ১৯০৯ সালে তা কমে গিয়ে হয়ে ছিল ২ টিতে। (এই জমিদারীর প্রায় ৭০% সাঁওতাল গ্রাম বস্তি ছিল)। বাঁকুড়া জেলার ছাতনাতে একটিও মণ্ডলী গ্রাম টিকে ছিল না। এই ভাবে সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় মণ্ডলী গ্রাম ব্যবস্থা ভেঙে যায়।২ নিচের একটি সারণি থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে।৩

থানা	থানায় মোট সাঁওতাল গ্রাম	মোট গ্রামের সমীক্ষা	কতগুলি গ্রামে সাঁওতাল জাতি ছিল	কতগুলি গ্রাম ভেঙে পড়েছিল
ছাতনা শহ বাঁকুড়া অঞ্চল	১৪৫	১৪৫	০	১৪৫
শালতোড়া সহ গঙ্গাজলঘাটি	৯০	৯০	৩	৮৭
ইন্দপুর	৫৬	৩২	৮	২৪
রাইপুর	৪৫৭	২০২	২৯	১৭৬
খাতড়া	১২৫	৮৪	২০	৬৪
সিমলাপাল	১১৯	৮৪	২৯	৫৫

তালডাংরা	১০০	৭১	২৯	৪২
ওন্দা	৪৮	২২	০	২২
মোট	১১৫৮	৭৩০	১১৫	৬১৫

সুতরাং বিশ শতকের প্রথম দিকে মাত্র ১৫% সাঁওতাল গ্রাম গুলিতে তাদের আধিপত্য থাকলেও ভূমির অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল যা সারেঙ্গার ওয়েসলিয়ান মিশনের উডফোড এর দেওয়া তথ্যে পাওয়া যায়।

ম্যাকালপিনের বর্ণনাতে জানা যায় সাঁওতাল দের সামাজিক কাঠামোর অবক্ষয়ের তথ্য। তিনি দেখান সাঁওতাল সমাজের মূখ্য ব্যক্তি ছিল মাঝি এবং দ্বিতীয় মূখ্য ব্যক্তি ছিল পামণিক। লায়া ভূমিজ সমাজের পুরোহিত তেমনি নাইকে সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত। সহকারী পুরোহিত ছিল কুড়াম নাইকে। গোড়েত ছিল গ্রাম কর্মী এর কাজ ছিল সংবাদ সংগ্রহ করা। বিচারের দায়িত্ব ছিল পারাণিক ও যোগ পারাণিকের। যোগ মাঝি সমাজের মূল্য বোধ রক্ষার দায়িত্বে ছিল।সাঁওতাল সমাজে মহিলাদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। মাঝি পদ বংশানুক্রমিক ছিল।প্রশাসন পরিচালনায় অগণতান্ত্রিক ছিল না। ৪ এপ্রসঙ্গে হান্টার সাহেব বলেন আমি কখনো তাদের দায়িত্বের অবহেলা দেখিনি। কিন্তু এই রুপ সমাজ কাঠামো ধ্বংশ হয়ে যায়। সাঁওতাল সমাজের এই সুখি বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায় অনুপজাতীয় দিকুদের অর্থগৃধুতা, সামাজিক আগ্রাসন ও শোষণের ফলে।

এই শোষণে তারা বিলিন হয় ঠিকেই কিন্তু আসল কারণটা অন্য ছিল তা হল জল সংকটের কারণে তাদের পর্যাপ্ত পণ্য উৎপাদন হচ্ছিল না তাই তারা নগদ খাজনা প্রদানের জন্য মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং তা শোধ করতে না পারার কারণ দায়ি ছিল। যার জন্যেই তাদের ইচ্ছা না থাকলেও কোন উপায় ছিল না তাই তারা বার বার স্থান্তরিত হয়েও রক্ষা পায়নি বা তাদের সমাজ কাঠামো কে রক্ষা করতে পারে নি কারণ জেলায় যেখানেই গেছে সেখানেই তো সেচের কাজে জলের সংকট। খাজনা সঠিক সময়ে দিতে পারেনি আর তাই মণ্ডলরা জমিদারকে সঠিক সময়ে রাজস্ব জমা দিতে পারেনি। তাই এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এই রুপ কাঠামোয় মণ্ডল ব্যবস্থা তাহলে কী করে রক্ষা পাবে। ৫

মণ্ডলী গ্রামে রাজস্ব প্রথা থেকে অনুমেয় তারা কী ভাবে শোষীত ছিল। ১। মোকাবারী স্বত্বঃ সেলামী এবং চিরস্থায়ী নিদৃষ্ট খজনার শর্তে ভূমি বন্দোবস্ত। ২। জঙ্গলবুরী স্বত্বঃ জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি তৈরী করে চাষ করত। এতে প্রথমে রাজস্বের হার কম বা শূন্য ছিল। ৩। জামাই জোত স্বত্বঃ বংশানুক্রমিক কিন্তু হস্তান্তর যোগ্য। একজন বা গোষ্ঠী মালিককে জমি দেওয়া হত। ৪। ঘাটোয়ালী স্বত্বঃ যে সমস্ত গ্রাম মহাজনদের চক্রান্তে বা কোর্টের নির্দেশে ভেঙ্গে গিয়েছিল সেই স্থানে ঘাটোয়ালী ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে এই ভেঙে যাওয়া গ্রামগুলিতে জামাই জোত, মোকবারী স্বত্ব, সাজা প্রথা ও ভাগতি স্বত্ব ও কোর্ফা প্রজাস্বত্ব চালু ছীল। সাজা প্রথা হল – পুরনো রায়তকে দখলীকৃত জমিতে উচ্ছারে বাৎসরিক নিদৃষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে চাষ করতে দেওয়া হত। ভাগতী স্বত্ব হল ---- মালিক ও চাষীর মধ্যে উৎপাদিত ফসলের আধাআধি ভাগের অধিকার। কোর্ফা প্রজাস্বত্ব হল --- শ্রমিক ও কৃষকের চাষের ফসলের উপস্বত্ব ছিল। এই ভাবে মণ্ডলী ব্যবস্থা বিভিন্ন স্বত্বে ক্রমশ ধ্বংশের পথে চলে যায়।৬

সাঁওতালদের কাছে শেষতম আঘাত ছিল অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হোয়ার ফলে। ম্যাকাল পিনের প্রতিবেদনে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন—The proprietors appear to be alive to the

profits to be gained from the forest for almost everywhere the sonthals are forbidden to cut sal trees. In Raipur they are allowed to take other wood from the jungle, at a rate of Rs1 or Rs2 a cart load, or at a rate of 2 pies in the repee of rent. মূলত তাম্বুলী- চৌধুরী জাতি গোষ্ঠীর মহাজনদের কাছে সাঁওতালরা জমি গুলি হারাতে ছিল। They find a more advantageous to at a high produce rent. ৭

১৯০৬ ও ১৯০৭ সালের বাঁকুড়া জেলায় সাঁওতাল পরগণায় জমি মর্টগেজের একটি তালিকা থেকে বোঝা যায় জেলায় কী ভাবে সাঁওতালরা ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল বা মণ্ডলী প্রথার অবসান হয়েছিল। তা দুই সালের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় এ ভাবেই তাদের ভূমি মালিকানার অবসান ঘটেছে।৮

Year	Total number of registrated by santalsdivision the yr.		Number in which the rate of interest was 24 persent per anuam	Number in which rate of interest was above rs. 24 butnot excecding Rs. 37-38	Number in which the rate of interest was over Rs. 37-38
1906	simple	147	15	78	18
	usufructuary	27	2	25	Nil
1907	simple	187	55	107	24
	usufructuary	15	12	Nil	3

১৯০৯ সালে ম্যাকালপিনের প্রতিবেদনে সাঁওতালদের বিতাড়নের বেশী দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন ফুল্কুসমা ও শ্যামসুন্দরপুরে। এখানে ভূমি চ্যুতি ছিল ৫০-৭৫ %। ১৮৬৫-৬৬ সালের বাহাত্তোরের মন্বন্তর থেকে ১৯১৮ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারীর আগে পর্যন্ত এদের ভূমিচ্যুতি ছিল ব্যাপক। মূলত শূড়ি, পোদ্দার,তাম্বুলি মহাজনরাই এ কাজে জড়িত ছিল। এই ভূমি চুত্যির কারণটা ছিল সেচের অভাবে ফসল উৎপাদন না হবার ফলে খাজনা দিতে ও মহাজনকে ঋণ শোধ করতে না পারার জন্যেই। ১৯১৩ সালে জেলাশাসকের প্রতিবেদনে রায়তদের কাছ থেকে জমি কিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে মহাজনী তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। যে হস্তান্তর মাত্রা ছিল ৩৩%। ১৯১৭-২৪ সালে রবার্টসন দেখান ভোগদখলী স্বত্বাধিকারী চাষীর কাছে জমি ছিল ৭,৮৫,৭৩৬ একর এবং পত্তনিদার খাস জমির মালিকের কাছে জমি ছিল ৩,৯৪,০১৩ একর। এই জমি হস্তান্তরের ফলে খাস জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় মধ্যস্বত্বভোগীরাই ছিল মহাজন। যার ফলে রায়তরা এদের ঋণ জালে একবার জড়িয়ে পড়লে জমি না হারানো পর্যন্ত মুক্তি ছিল না। বাউরি, হাঁড়ি, ডোম, সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর একসময় জমি থাকলেও এই ভাবে তাদের ভূমিহীন হতে হয়েছিল। ১০

১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় ভুস্বামি, চাষি এবং মজুরদের অনুপাত ছিল ৪.১৮%, ৬৮.৩৯%, ২৭.৮৩%। এছাড়া মদ ভাটি ও গোলদার দোকান এদের শেষ সম্বল সে টুকুও কেড়ে নিয়েছিল। শেষ অব্দি রায়ত জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে দ্বিগুণ শর্তে সেই জমিতে সাজা প্রথায় চাষে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়। ফলে সাজা প্রথা বা বর্গা চাষ ব্যবস্থার রমরমা বাজার দেখা দেয় জেলার জঙ্গল মহল এলাকাগুলিতে। কারণ এতে জমির স্বত্ব ভোগী মালিকদের লাভের অঙ্কটা বেশি ছিল। আর বাঁকুড়া জেলায় কৃষি জমি চাষের

লোকের অভাব ছিল না। তাই এই ব্যবস্থার অবসানের ক্ষেত্রে মহাজন বা জমিদারদের কোন বাধার সম্মুখীন লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেনি।

রবার্টসনের ১৯২৬ সালের সমীক্ষা রিপোর্টে মণ্ডল ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পিছনে যে "দিকু" বা বিদেশিদের প্রবেশ কে দায়ী করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দিকু বলতে পূর্ব দিক থেকে আগত কান্তকুব্জ বাঙালী এবং পশ্চিম দিক থেকে আগত উৎকল ব্রাম্ভণ দের বোঝায়। এরাই নগদ টাকার যোগান দিতে গিয়ে সহজ সরল সাঁওতাল জাতির মণ্ডল গ্রাম গুলিতে মহাজনি কারবারের থাবা বসায়। আবার জমিদারদের কাছথেকে স্থায়ী ভাবে মোকরারি স্বত্ব বা নিদৃষ্ট খাজনার শর্তে পত্তনি নিয়ে মণ্ডল দেরকে বিতাড়ীত করার খেলায় মেতে উঠে। সুতরাং নগদ খজনা প্রদানের কারনে এই মহাজনদের রমরমা বাজারের প্রভাবে মণ্ডল ব্যবস্থার বাঁচার কোন পথ খোলা ছিল না। এই ভাবেই ভূমি ব্যবস্থায় নতুন বৃটিশ রাজস্ব নীতির প্রয়োগে এর কারণে গ্রাম বা মহল বা অঞ্চল গুলির অধিকার সাঁওতাল সমাজের প্রধান মণ্ডলের স্বাধিকার বাতিল হয়ে পড়ে এবং ভূমি ব্যবস্থায় উদ্ভব হয় নতুন নতুন বিধি ব্যবস্থা।

তথ্যসূত্র:

১(ক)। শুচিব্রত সেন, পূর্ব ভারতের আদিবাসী সংকট , দে,জ পাবলিশিং , কলকাতা , ২০০৩, পেজ-৩৯।

১(খ)। ম্যাকালপিন,রিপোর্ট অহ দ্যা কন্ডিশন অফ দ্যা সাঁওতালস ইন দ্যা ডিস্ট্রিক অফ বিরভূম, ব্যাঙ্কুড়া,মিদনাপুর এণ্ড নর্থ বালেস্বর, ক্যালকাটা,১৯০৯,পেজ-২৭।

২। ম্যাকালপিন,পূর্বোক্ত,পেজ-১৭।

৩।ম্যাকালপিন,পূর্বোক্ত,পেজ-০১।

৪। ম্যাকালপিন,পূর্বোক্ত ,পেজ-২৭।

৫। হাণ্টার, এনালস অফ রুরাল বেঙ্গল , পেজ-১৫০।

৬।ম্যাকালপিন,পূর্বোক্ত,পেজ-১০-২৭।

৭।ম্যাকালপিন,পূর্বোক্ত,পেজ-১৭।

৮। Setelment a hoding the deeds exacluled by the santhals of the bankura district during the year 1906-07,page, 1(b)-11(c).

৯। Setelment a hoding the deeds exacluled by the santhals of the bankura district during the year 1906-07,page, 1(b)-11(c).

১০। ম্যাকালপিন,পূর্বোক্ত,পেজ-২৭। রবার্টসন,ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্যা সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক অফ বাঁকুড়া ১৯১৭-১৯২৪, ক্যালকাটা,১৯২৬,পেজ-১৭-২০।